DAWAH101

[After Class Test]
মডিউল নং ৬
আল্লাহর শাস্তি

আল্লাহর হুকুম মানা না মানার প্রেক্ষিতে কুরআনে মানুষের ২ টি অবস্থা উল্লেখিত হয়েছে:

১। সম্মানের (ইজ্জাত) অবস্থা:
আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, মুমিন এর জন্য।
[উল্লেখ আছে সূরা মুনাফিকূন এর ৮ নং আয়াতে]

২। লাঞ্চনাকর (যিল্লত) অবস্থা
[উল্লেখ আছে সূরা বাকারার ৬১ নং আয়াতে।]
এতে *২ প্রকার জাতির উপর শাস্তির কথা বলা হয়েছে-*
i) কাফির
ii) আহলে কিতাব (এ আয়াতে বনী ঈসরাইল জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এরা প্রথমে নবীজীর কথা মেনে নিয়ে পরবর্তীতে নাফরমানী করেছিলেন। তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরাও যাতে তদ্রুপ না করি।)

পূর্ববর্তী উম্মাতকে শাস্তির কারন ৩ টি:-
১.
তাদের কে শাস্তির একটি কারন হলো **তারা অন্যায়কে বাধা দিতোনা।**
[উল্লেখ আছে সূরা মায়েদার ৭৯ নং আয়াতে]
*আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দের কাজ হলো তার সাথে শিরক করা।
[উল্লেখ আছে সূরা লুকমান এর ১৩ নং আয়াতে]
*যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত কে হারাম করে দিবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

২.
তাদের কে শাস্তি দেয়ার আরেকটি বড় কারন ছিলো **তারা সত্যকে গোপন করতো।**
*তারা আল্লাহর বিধানকে নিজেদের মতোন করে পরিবর্তন করে নিতো। তাদের জন্য লা'নত।

৩.
তারা আল্লাহ তা'আর বিধানাবলি হতে গাফেল থাকতো।
[উল্লেখ আছে সূরা আরাফ এর ১৬৫ নং আয়াতে]

#লক্ষণীয় যে, আমরা কি উপরোক্ত কোনো কাজ করি কিনা..
কুরআন সবার ধর্মীয় গ্রন্থ। এটা শুধু মুসলিম এর জন্য নয়। আমরা এটা জানা সত্ত্বেও কি অন্যদের সেটা জানিয়েছি?
জানাইনি।

রসূল (সঃ) সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য নবী। ঊনি মুসলিম দের যেমন নবী তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যেও। এটা কি আমরা জানিয়েছি তাদের?
জানাইনি।
তাহলে কি আমরাও সত্যকে গোপন করলাম না?

অন্যায়কে বাধা দেয়া ফরজ প্রত্যেকের জন্য। হাত দ্বারা না পারলে মুখ দ্বারা, মুখ দ্বারা না পারলে অন্তর দ্বারা হলেও।
যে তা করলোনা বা নীরব থাকলো সেও তদ্রুপ অন্যায় কাজটাই করলো যেনো। যা শাস্তিযোগ্য।

আযাব মোট ৩ প্রকার:-

i) আসমানী
ii) জমিনী
iii) পরস্পর ঝগড়া
[উল্লেখ আছে সূরা আনআম এর ৬৫ নং আয়াতে]

এরমধ্যে একটি আছে দুইটি নাই। কারন,
নবীজীর দু'আ-
উম্মাতকে যাতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হয়। কবুল হয়েছে।
দুর্ভিক্ষে যাতে ধ্বংস করা না হয়। কবুল হয়েছে।
নিজেদের মধ্যে মারামারি করে যাতে ধ্বংস করা না হয়, কবুল হয়নি।
[উস্তায আহমদ এর হাদীস, আবু দাঊদ এর হাদীস]

কুরআনের আলোকে এই আযাব থেকে বাঁচার উপায় ৩ টি:-
১. তাওবা
২. ইসলাহ
৩. বয়ান করা।
*বয়ান করা বলতে যেসব আহকাম গোপন করা হয়েছে তা মানুষের মাঝে বর্ননা করার কথা বলা হয়েছে।
[উল্লেখ আছে সূরা বাকারার ১০৭ নং আয়াতে]
[Module 06]

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়
(মডিউল ০৭, ০৮)

২০০ বছর এই উপমহাদেশ শাসন কারী খ্রিস্টান মিশনারী রা নিজেদের পতন এর কারন বের করেছে *দুইটি* যা মুমিন এর ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত।
১। এদেশের মানুষ আল্লাহকে ভয়, ভক্তি করে। ওয়ালামাদের পরামর্শ গ্রহণ করে।
২। এদেশের নারীরা লজ্জাকে ধারণ করে, পর্দা করে।

তারা তাদের ব্যর্থতার কারন বের করার পর তারা নতুন করে নতুন উপায়ে অপতৎপরতা চালাচ্ছে *'সেবা'*র নাম নিয়ে।
পরিসংখ্যান: একাজে তারা গত ১০০ বছরে ৮৫% সফল।
১৮৮১ সালে প্রতি ৬০০০ জনে ১ জন খ্রিষ্টান
১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৪ জনে ১ জন খ্রিস্টান
১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনে ১ জন খ্রিস্টান
১৯৯১ সালে প্রতি ২২ জনে ১ জন খ্রিস্টান
২০১০ সালে প্রতি ১০ জনে ১ জন খ্রিস্টান
১৯৩৯ সালে মোট খ্রিস্টান ছিলো ৫০ হাজার
১৯৯১ সালে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ লাখ
২০১০ সালে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি
<u>তাদের টার্গেট: ২০৫০ এ প্রতি ৫ জন এ ১ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বানানো।</u>

<u>*তাদের ২ টি লক্ষ্য:*</u>
১. আবার খ্রিষ্টান রাজ্যে পরিণত করা তথা রাষ্ট্রদখল

২. মুসলমানদের এ দেশ থেকে উৎখাত করে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা এবং মুসলিমদের দেশ থেকে তাড়ানো।

তারা দেশে কাজ করে বিভিন্ন এনজিওর আওতায় সেবার নামে যার অভ্যন্তরে মূল কাজ থাকে মানুষকে ধর্মান্তর করা। ৩০০০ এর মতোন মিশনারি এই অপতৎপরতায় বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশে।

কার্যক্রমের কারন:

দারিদ্র্যতা, সরলতা, অজ্ঞতা- এই ৩ কে পুঁজি করে তাদের অপতৎপরতা চলে। যা উন্নত রাষ্ট্রে সম্ভব না। যেমন: আমেরিকা। কারণ তাদের জ্ঞানগত পুঁজি নেই। উলটো এসব দেশে মানুষ এখন মুসলমান হচ্ছে অধিকহারে।
যেহেতু বেশিরভাগ উন্নত রাষ্ট্রগুলো থেকে তাদের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাই তাদের নতুন আবাসস্থল দরকার।
তাই তারা পূর্ব এশিয়ার গরীব দেশ গুলোয় তাদের অপতৎপরতা চালায়। যেমন: পূর্ব তিমুর, পূর্ব মিজোরাম, সাউথ সুদান। এসব দেশ একসময় ছিলো মুসলিমপ্রধান। কিন্তু বর্তমানে এখানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশি।

সফল হবার কারন:

• যারা উপজাতী, তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিইনি। কারন হিসেবে ছিলো তাদের ভাষা না বুঝা। কিন্তু খ্রিস্টান রা তাদের ভাষা শিখে তাদেরই ভাষায় বাইবেল লিখে তাদের দাওয়াত দিয়েছে। যেমন: মারমা, মুরং।
বাংলাদেশের ১ চতুর্থাংশই হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম।
• উত্তরবঙ্গে যারা মুসলিম ছিলো তাদের উপর অপতৎপরতা চালায়। যেমন: গারো, সাঁওতাল।
• নিম্নবর্তী হিন্দুদের উপর তারা অপতৎপরতা চালায়।
• বস্তি এলাকায় তারা অপতৎপরতা চালায়।
• তাদের অনেক এজেন্ট আছে যারা এই অপতরৎপরতায় কাজ করে।
এজেন্টরা নারীদের ঘর থেকে বের করে। যেমন: শুধু নারীদের ঋণ দেয়ার মাধ্যমে।
সাধারণ মানুষকে ওলামায়ে কেলাম হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভ্রান্তি ছড়ায়। যেমন: দেওয়ানবাগী।
• এদের নিজেদের আবাসিক এলাকা আছে।

• পুরো বাংলাদেশের ডিটেইল্ড ম্যাপ তাদের কাছে আছে।
• সেইসব এলাকায় অপতৎপরতা চালায় যেসব এলাকায় মক্তব নেই, মানুষের মধ্যে দ্বীন শিক্ষার অভাব রয়েছে।
[Module 07]

খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় [পর্ব ২]
মডিউল নং ০৮

কেনো খ্রিষ্টান মিশনারীদের সম্পর্কে জানবো:
কারন তাদের বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে না জানলে আমরাও এই বিভ্রান্তির শিকার হবো।

কিছু বই:
গুণাহগারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার উপায়
কুরআন এর আলোকে বেহেশতে যাওয়ার পথ
২৪ জন নবীর গল্প
আল্লাহর কালামের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা
কুরআনের আলো
আল্লাহর বান্দা
আল্লাহ তা'আলার মোহাব্বাত
বইগুলোর নাম শুনলে মুসলমানদের জন্য রচিত মনে হলেও এগুলো আসলে খ্রিস্টান দের বই।
আরো আছে ২৫ টি মজার গল্প, ইসমাইল এর ঈমান, বাইবেলের ২৪ টি গল্প, আনন্দের পথ-
মূলত এসব বই দ্বারাই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

এমনকি তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কুরআন শরীফ বানিয়েছে যেখানে সূরার নাম দিয়েছে সূরাতুল মুসলিমুন, সূরাতুল হায়াত!

সরেজমিনে:

কুড়িগ্রামে একজন ফাজিল পাশ মাওলানা খ্রিস্টান হয়েছে। উনাকে দাওয়াত দিতে গেলে দেখা যায় উনি বাইবেল এর বই নিয়ে ফিকির করছেন। কোথাও দেখা যায় কোনো মসজিদ এর খতিব সাহেবই খ্রিস্টান, যিনি মিম্বরে বসে খ্রিস্টান ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন।

তাদের জন্য ব্যবহৃত বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন:
আসমান এর নবী উত্তম
নাকি জমীন এর নবী উত্তম
জিন্দা নবী উত্তম
নাকি মুর্দা নবী উত্তম।

দেখা যায় এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিভিন্ন ভন্ড পীরদের দ্বারা। প্রথমে এরা মুরিদ বানায় এবং পরবর্তিতে ধর্মান্তর করবে। এছাড়াও-
ইসলামী নাম ধারণ করে, সমিতির মাধ্যমে, মিশনারী স্কুলের মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতা চালায়।
সেসব এলাকার মুসলমান এর সন্তান হয়ে রসুল (সঃ) কে চিনেনা আল্লাহকে চিনেনা। চিনে মেরীকে, যীশুকে।
জিজ্ঞেস করলে জানা যায় তারা মুসলিম বাইবেল, ইঞ্জীল পড়ে।
খাবার খায় যীশুর নামে। প্রার্থনা সভায় তারা যীশুর কাছে প্রার্থনা করে।
নাউযুবিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সৎকাজে আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য। কিন্তু আমরা তা করিনা। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছিনা। যেহেতু আমরা দাওয়াত দিচ্ছি না তাই এখন আমাদেরই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের মাকসাদ হলো দাওয়াত দেয়া। তাই আমাদের উচিত খ্রিস্টান মিশনারী সম্পর্কে জেনে তাদের প্রতি দাওয়াতি কাজ করা।

[বই এর ২৯ নং পেইজে থাকা কিভাবে মানুষকে খ্রিস্টান বানানো হচ্ছে সেবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যা পড়ে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।]
[Module 08]

দা'য়ীর গুণাবলী
(মডিউল ০৯, ১০)

রসুল (সঃ) এর চলে যাবার পর উম্মাতকে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকল এর। অর্থাৎ রসূল (সঃ) এর যা কাজ ছিলো, একই কাজ আমাদেরও।
একজন দা'য়ী হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণাবলী-

• *একজন দা'য়ীর জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকা জরুরী।*
প্রত্যেক আমল এর ভিত্তিই হলো নিয়্যাত। তাই নিয়্যাতটা কে কে শুদ্ধ করার কারন, একজন দা'য়ী শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিবে।

• *ইখলাস*
ইখলাসের সাথে দাওয়াত দিতে হবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর করার জন্য।

• *দয়া*
রসূল (সঃ) এর উম্মতের প্রতি যে পরিমাণ দয়া, বেদনা, মুহাব্বাত, দরদ ছিলো তা যতক্ষন না আসবে ততক্ষন কাঙ্ক্ষিত কাজ আদায় হবেনা। উম্মাতের জন্য যার যতো বেশি দরদ থাকবে তার দ্বারা আল্লাহ তা'আ ততো বেশি মানুষকে হিদায়াত দিবেন। তাই দাওয়াত দিতে হবে উম্মাতকে বাচানোর জন্য। সেটা সম্ভব হবে শুধু তার প্রতি দয়া, মায়া থাকলেই।
মানুষ শব্দটি 'উনুসুন' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ মুহাব্বাত, দয়া, ভালোবাসা। যারমধ্যে এসব থাকবে না, সে তো মানুষই না।

একজন মানুষ যদি ঈমান হারা হয়ে মারা যায় তবে তো আমরা তখন তার জন্য সাহায্যকারী হতে পারবোনা।
তাই দা'য়ী হিসেবে আমাদের উচিত জান প্রাণ দিয়ে তাদের জন্য দাওয়াতী কাজ করা। কারন আমরা সবাইই হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া বিবির সন্তান।

• *দা'য়ীর দৃষ্টি*
একজন দা'য়ীকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে হবে। আর এজন্য যেটা অবশ্যকরণীয় তা হলো গুণাহ থেকে বেচে থাকা। যে যত বেশি গুণাহ থেকে থাকবে সে ততো বেশি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে পারবে।
গুণাহ থেকে বাচার জন্য সর্বপ্রথম দৃষ্টি ঠিক করতে হবে।
<u>দৃষ্টি ২ প্রকার-</u>
১। সুদৃষ্টি, ২। কুদৃষ্টি।
আমরা তাই আমাদের দৃষ্টিকে নমনীয় রাখবো সবসময়। সবসময় নিচের দিকে দেখে চলবো। রসূল (সঃ) অধিকাংশ সময় তার দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতেন। কারো দিকে লজ্জার কারনে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না।

আল্লাহ তা'আ বলেন,
'আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নত রাখে। তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য অধিক শুদ্ধি।'
সূরা- নূর: ৩০

• *সর্বদা পরকালের চিন্তা*
রসূল (সঃ) সর্বকাল পরকাল নিয়ে চিন্তা করতেন। আমাদের অন্তরেও এই সিফাতকে ধারণ করতে হবে। সীরাত সম্পর্কে জানতে হবে। এর দ্বারা উম্মাতের প্রতি দরত তৈরি হবে।

• *সর্বদা উম্মাতের ফিকির করা*
আমাদেরকেও সবাইকে কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায় সে নিয়ে ভাবতে হবে। কিভাবে আমাদের আশেপাশের অমুসলিম প্রতিবেশি, আত্নীরস্বজনকে ফিরানো যায় তা নিয়ে পেরেশানিতে থাকতে হবে।

• *আরামপ্রিয় না হওয়া*

একবার ফাতেমা (রাঃ) রসূল (সঃ) কাছে সেবিকা হাদিয়া চাইলে নবীজী তাকে তাকবীর তাহলীল ও তাহমীদ (৩৩ বার করে সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবর) পাঠ করতে বলেন।
অর্থ্যাৎ রসূল (সঃ) নিজের জন্য যেমন আরাম পছন্দ করতেন না তেমনি নিজ পরিবারের জন্যেও আরাম পছন্দ করতেন না।
আমরাও আরামকে ত্যাগ করবো, কাজকে প্রাধান্য দিবো। আল্লাহকে খুশি করবো। অল্প একটু কষ্টের জন্য সাওয়াব এর কাজকে ছেড়ে দিবোনা।

• *বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না*
অতিরিক্ত কিছু হলে তার জন্য পরবর্তীতে ঘাটতি দেখা দেয়। তেমনি কথা বলারও নির্দিষ্টতা আছে। বেশি কথা বললে ভুলও হয় বেশি। চুপ থাকাই তাই উত্তম।
রসূল (সঃ) প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না, অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। তাই আমরা বিনা প্রয়োজনে কথা বলবোনা।

• *দা'য়ীর কথা হবে স্পষ্ট*
রসূল (সঃ) স্পষ্টভাষী, শুদ্ধভাষী ছিলেন। যা নিজে বুঝিনা তা অন্যকে বলবো না। কিছু শুনেই দলীলবিহীন কথা প্রচার করবোনা।

• *নরম মেজাজি হওয়া*
খিটখিটে মেজাজ নিয়ে দাওয়াত দেয়া যায়না। অনেক গুণে গুণান্বিত হলেও কঠিন দিলের অধিকারী হলে মানুষ কথা তো শুনবেই না বরং পলায়ন করবে। তাই আমাদের দিল নরম করতে হবে, অন্তরকে উম্মাতের জন্য খুলে দিতে হবে।

• *কাউকে হেয় করবেনা*
কাউকে হেয় করলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এতে আল্লাহ নারাজ হন। তাই আমরা কাউকে হেয় করে, ধর্মকে হেয় করে কথা বলবোনা।

• *আল্লাহর নি'আমাত কে বড় মনে করা*
সর্বাবস্থায় আল্লাহর নি'আমাত এর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ নি'আমাত কে বাড়িয়ে দিবেন ইন শা আল্লাহ।
সুস্থতার শুকরিয়া আদায় করতে আমরা হাসপাতাল এ যাবো। এতে আমরা বুঝতে পারবো আমরা কতোটা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ।

• *দা'য়ীকে সবসময় হাশিখুশি থাকতে হবে*
দা'য়ীকে সর্বদা হাশিখুশি থাকতে হবে। আর দা'য়ীর হাসি হবে মুচকি হাসি।

• *উপকারী কথা গোপন না করা।*
আমাদের একটা প্রবণতা আছে উপকারী কিছু জানলে তা নিজের মধ্যেই রেখে দেয়া। একজন দা'য়ী সেটা করবেনা। তার উচিত সকল উপকারী কথা জানিয়ে দেয়া, হোক তা ইহকাল কিংবা পরকালের।

• *দাওয়াতের সাথে খাবারেরও ব্যবস্থা করা*
মানুষকে খাওয়ানো তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার একটি উপায়। অর্থ্যাৎ কাউকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে তাকে খাবার দিলে পরবর্তীতে কিছু বলা হলে সে তা শুনবে।

• *মানুষকে ক্ষতিকর জিনিস হতে সাবধান করা*
সবচেয় ক্ষতিকর জিনিস হচ্ছে জাহান্নাম। তাই আমাদের জাহান্নাম হতে মানুষকে সাবধান হবার জন্য দাওয়াত দিতে হবে।

• *উঠতে বসতে জিকির করা*
একজন দা'য়ীর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থাকবে। যা সম্ভব হয় আল্লাহর স্মরণ তথা জিকির এর মাধ্যমে।

দা'য়ীর গুণাবলী [পর্ব ২]
মডিউল নং ১০

• *সংযম ও ধৈর্য্যশীল হতে হবে*

• *একজন দা'য়ীর মধ্যে সবর থাকবে।*
উহুদ যুদ্ধের ময়দানে রসূল (সঃ) গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হলেও তিনি সবর এর মধ্যে থাকেন।

• *দুশমনকে বন্ধু বানানো*
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

'ঐ ব্যক্তির কথা থেকে কার কথা বেশি উত্তম হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দিকে ডাকে এবং প্রত্যেকটা কাজ নেক কাজ করে, এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমান।'
সূরা সাজদা: ৩৩

আমাদের এই দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে। কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা দল এর জন্য না। দাওয়াতটা সলেহ বা সৎ উদ্দেশ্যে দিতে হবে। মুসলমান এর প্রতিটা কাজই আমল। আর প্রতিটা কাজের জন্যই রয়েছে সাওয়াব যদি তা সৎ হয়। আমাদের চোখে দেখা, কানে শোনা এসবই কাজ, আমল। কিন্তু গান শোনা, মিথ্যা বলা- এটা বদ কাজ। তাই আমাদের কাজ গুলো নেক কাজ হতে হবে। যাতে আমাদের কাজ, পরিচয়, আমল গর্বের সাথে বলবে আমি মুসলমান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,
'ভালো আর মন্দ বরাবর হতে পারেনা। তুমি মন্দ জিনিসটাকে প্রতিহত করো ভালো দ্বারা। তুমি যদি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করতে পারো তাহলে তুমি দেখবে তারমাঝে আর তোমার মাঝে দুশমনি থাকে, তাহলে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।'
সূরা সাজদা: ৩৪

অর্থ্যাৎ মন্দকে প্রতিহত করতে হবে ভালো দ্বারা। এতে দুশমনি দূর হয়ে যাবে।

একটি উদাঃ
আব্দুল্লাহ সাহেব আমাকে: আপনি জুবায়ের সাহেবকে চিনেন? সে অনেক খারাপ ব্লা ব্লা ব্লা।
আমি জুবায়ের সাহেবকে: আব্দুল্লাহ সাহেব আপনাকে নিয়ে এই এই বলেছে।
-এখানে আমি যা করলাম তা খারাপ হলো। বর্তমানে তো যতটুকু না শুনি তারচেয়েও বাড়িয়ে বলি।
কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বলেছেন মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করতে। সে হিসেবে আমার উচিত ছিলো এমন করা,
আমি-আব্দুল্লাহ সাহেব, জুবায়ের সাহেব তো অনেক ভালো মানুষ এবং উনি আমার সাথে এই এই বা এমন এমন (ভালো) করেছেন।
একজন মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ উভয়ই থাকে। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত ছিলো মন্দটাকে প্রতিহত করতে ভালোটাকে তুলে ধরা।
আর পরবর্তীতে আবার বলা,
আমি: আব্দুল্লাহ সাহেব, আপনি যে সেদিন জুবায়ের সাহেব সম্পর্কে এই এই বলেছেন কিন্তু উনি তো আপনার সম্পর্কে এই এই (ভালো কথা) বলেছেন।
এতে করে আল্লাহ চাইলে আব্দুল্লাহ সাহেব অনুতপ্ত হয়ে জুবায়ের সাহেবের কাছে গিয়ে মাফ চাইতে পারেন যার দরুন তাদের দুশমনি দূর হয়ে যেতে পারে।

আবার,
সাধারণত আমাদের কেউ আঘাত করলে আমরা তা দ্বিগুণভাবে ফিরানোর মনোভাব রাখি। কিন্তু ইসলাম বলে প্রতিশোধ যদি নিতেই হয় তাহলে সমভাবে আঘাত ফিরিয়ে দিতে। তবে উত্তম হয় ক্ষমা করে দিলে।
এখানে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে মন্দটাকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করা হলো।

এভাবে মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করতে সবাই পারেনা। সেই পারবে যার ধৈর্য্য আছে, সবর এবং সাহস আছে।
এসময়ে শয়তান কুমন্ত্রণা দিবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, ইস্তিগফার করতে হবে। কারন আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আল্লাহর জন্য মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করার যেই শুদ্ধ নিয়্যাত সেসম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন।

• *গীবত করবেনা*

গীবত যিনা অপেক্ষা মারাত্মক খারাপ কাজ। গীবত হলে প্রতিহত করবো নাহয় স্থানত্যাগ করবো।

• *মিথ্যা বলবেনা*

রসূল (সঃ) বলেন,

'সত্য মানুষকে নাজাত দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। '

একটা সত্য ঢাকার জন্য অনেকগুলো মিথ্যা বলতে হয়। আর সত্য মানুষকে কে নাজাত দেয়। তাই মিথ্যা মহাপাপ

• *নিজের দাওয়াতের উপর শতভাগ আস্থা থাকতে হবে*

দা'য়ীর মনে তার দাওয়াতের উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। মনের মধ্যে দুর্বলতা নিয়ে দাওয়াতি কাজ করা যাবেনা।

• *দা'য়ীর প্রতিটা কাজ হবে সুন্নাত মোতাবেক*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

হে রসূল আপনি মানুষকে বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমার অনুসরন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দিবেন।

• *দা'য়ী মেহমানপ্রিয় হবে।*

• *দা'য়ী ক্ষমাশীল হবে।*

• *দা'য়ী দুনিয়াবিমুখ হবে।*

• *দা'য়ীর লেনদেন পরিষ্কার হতে হবে।*

পরিচিত ব্যক্তির সাথেও লেনদেন করতে হবে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে। আর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতে হবে যা পরিচিতদের সাথে করি।

• *দা'য়ীর* অন্যকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে।
নবীজী আমাদের দু'আ শিখিয়েছেন,
'হে আল্লাহ আমাকে ধৈর্য্যকারন করার তাওফীক দান করুন, শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং নিজের চোখে নিজেকে ছোটো ও অন্যের চোখে নিজেকে বড় মনে করার তাওফীক দান করুন।'
সফলতার বেইজ হলো নিজেকে কিছু মনে না করা।

• *দা'য়ীর আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে।*

• *দা'য়ী তাহাজ্জুদগুজার হবে।*

• *দা'য়ী উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে।*

• *দা'য়ী ইলম অনুযায়ী আমল করবে।*

• *দা'য়ী উপস্থিত প্রমাণ না থাকলে তাহকিকের সময় নেবে।*

• *দা'য়ী যুক্তিহীন বিতর্ক থেকে বেচে থাকবে।*

• *সর্বোপরি একজন দা'য়ী বিভিন্ন নফল নামাজ পড়বে। কিয়ামুল লাইল পালন করবে।*
• *রোজা রাখবে, যাকাত দিবে।*

• *কুরআন তিলাওয়াত করবে।*

• *ইলম, জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জন করবে।*

• *অল্পেতুষ্ট হবে, নিজেকে ছোটো মনে করবে।*

• *ন্যায় ও ইনসাফ করবে।*

• *আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে।*

• *আমলের ধারাবাহিকতা থাকবে।*

• *মাজলুম এর জন্য সহযোগী হবে।*

• *অন্তর হবে প্রশস্ত।*

• *তাওবা করবে।*

• *গোপনে দান সাদকা করবে।*

• *আত্মমর্যাদা থাকবে।*

• *আল্লাহ অপছন্দ করেন এমন বিষয় থেকে বিরত থাকবে।*

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই সকল গুণাবলীর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আল্লাহর পছন্দনীয় আমলগুলো করবার ও অপছন্দনীয় আমলগুলো গতে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

[দলীল গুলো সময়স্বল্পতার জন্য পড়ানো আলোচনা করা হয়নি ক্লাশে। এগুলো পড়ে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।]
[Module 10]